দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...২...

চট্টগ্রামের শীর্ষ সন্ত্রাসী মন্টুর অধ্যক্ষ মুহুরীকে হত্যার দায় অস্বীকার

চট্টগ্রাম অফিস ॥ আটক চট্টগ্রামের শীর্ষ সন্ত্রাসী তসলিম উদ্দিন মন্টু চাঞ্চল্যকর অধ্যক্ষ গোপাল কৃষ্ণ মুহুরী হত্যাকাণ্ডে তার জড়িত থাকার বিষয়টি এখনো অস্বীকার করছে। বৃহস্পতিবার ও গতকাল শুক্রবার পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে সে বলেছে, গিট্টু নাসিরসহ শিবিরের জুনিয়র গ্রুপ মুহুরীকে হত্যা করেছে বলে সে শুনেছে। কারণ সে ঐদিন ঢাকায় ছিলো। মন্টু জানায়, '৯৭ সালে ছাত্রলীগের তৈয়ব বাহিনী থেকে বেরিয়ে এসে শিবিরের নাসির বাহিনীর সেন্টারে আসি। সে সময় চন্দনপুরা এলাকায় নগরীর পুরাতন বিমান অফিসে পেছনে বসবাসকারী চোরা মিন্টুকে এনে মারধর করায় সে পুলিশকে আমাদের আস্তানার খবর দেয়। তৎকালীন ডিবি পুলিশ তারই প্রেক্ষিতে আমাদের আস্তানায় হানা দিয়ে ৮টি অস্ত্র ও গুলীসহ আমাকে আটক করে। ঐ সময় পুলিশ তাকে চোর মিন্টুকে অপহরণ, অবৈধ অস্ত্র রাখা এবং কামাল নামে এক ব্যক্তির হত্যা মামলায় আসামী করে। মন্টু জানায়, সে তৈয়ব বাহিনীতে থাকাকালীন '৯৫ সালে চট্টগ্রামের অবাঙ্গালী ব্যবসায়ী ফখরীকে অপহরণ করে। কিন্তু অপহরণকারী দলের কয়েকজন আত্মীয়-স্বজনকে পুলিশ ধরে আনলে বিনা পয়সায় ফখরীকে ছেড়ে দেয়া হয়। মন্টু তার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত '৯৪ সালে রাউজানের ট্রিপল মর্ডারের কথা উল্লেখ করে। ৭ দিনের রিমাণ্ডে আনীত মন্টুকে গত বৃহস্পতিবার অপরাহ্ন হতে অব্যাহত জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করায় সে ঘুমাতে পারেনি। এক গোয়েন্দা কর্মকর্তা বলেন, আর ২/১দিন নির্ঘুম থাকলে নতুন তথ্য বেরিয়ে আসবে। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ফরিদ উদ্দিন আহমদ বলেন, মুহুরী হত্যার বিষয়টি অবশ্যই বেরিয়ে আসবে : বড় মাপের ক্রিমিনাল হওয়ায় মূল কথা বের করতে সময় লাগছে।